কুষ্টিয়ায় ইবি ছাত্রলীগের ফ্রি সবজি বিতরণ

সাধারন ছুটিতে আয় বন্ধ হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করা দিনমুজুর, শ্রমিক ও নি¤œ আয়ের মানুষের মাঝে ২য় পর্যায়ে ফ্রি সবজি বিতরণ করেছে ইবি ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের সাদ্দাম বাজার মোড়ে ইবি ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান লালন ও ফয়সাল সিদ্দিক আরাফাতের নেতৃত্বে একদল কর্মী ভ্রাম্যমাণ ফ্রি সবজী বিতরণ কর্মসুচীতে যোগদেন।

তারা সেখানে সামাজিক দুরুত্ব মেনে সাধারন মানুষের হাতে নানা পদের সবজি তুলে দেন। সেখানেও সবজি সংগ্রহ করে সাধারণ লোকজন।
সবজির মধ্যে ছিল লাউ, লাল শাক, মিষ্টি কমুড়া, শসা ও বাধাকপি। কয়েক শত মানুষ এসব সবজি পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়।

এ বিষয়ে ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক শেখ মিজানুর রহমান লালন বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মানুষকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে দেশে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। লকডাউনের কারণে সমাজের অসহায় মানুষদের যেন না খেয়ে থাকতে হয়। সেজন্য অসহায় মানুষের সেবাই আমরা ইবি ছাত্রলীগের সাধারণ কর্মীরা দ্বিতীয় বারের মতো বিনামূল্যে সবজি বিতরণ করছি।

মানুষ বাঁচলে টিকে থাকবে মানবতা উল্লেখ করে লালন আরও বলেন, কর্মহীন হয়ে পড়া এসব দিনমজুর অসহায় মানুষদের মাঝে চাল ডাল তেল সামগ্রী বিতরণ করলেও আমরা কুষ্টিয়াতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি ফ্রী সবজী দেওয়ার।

এরআগে গেলো সোমবার শহরের বিভিন্ন স্পটে ৮০ মন সবজি বিতরণ করা হয়। এতে করে খেটে খাওয়া মানুষের কিছুটা হলেও উপকারে আসছে। আসুন আমরা সবাই মিলে খেটে খাওয়া অসহায় হত দরিদ্র মানুষের পাঁশে দাঁড়ায়।

এর আগে ইবি ছাত্রলীগের নেতা লালন ও আরাফাতের নেতৃত্বে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে হ্যান্ড স্যানিটাইজার হাত ধোয়ার সাবান

সচেতনতা মূলোক প্রচার পত্র এবং বিভিন্ন দোকানিদের মাঝে হ্যান্ড গ্লাভস বিতরণ করেন।

এসময় ছাত্রলীগের কর্মী পল্লব, মামুন জামিল শেখ সহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে খাদ্য সহায়তা পাচ্ছে না অধিকাংশ পরিবার

মেহেরপুরে কর্মহীন হয়ে পড়া অনেকেই পায়নি ত্রাণ সহযোগীতা। জনপ্রতিনিধি ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের কাছে ঘুরে ঘুরেও কোন লাভ হয়নি বলে অভিযোগ করেছে অনেকে। এমন কি সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে মুঠোফোনে কল করেও মেলেনি খাদ্য সহায়তা। তালিকাতেও রয়েছে স্বজনপ্রীতি। সেই সাথে কিছু পরিবার একাধিকবার পাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে দরিদ্র অসহায় কর্মহীন জনগনের চাল ও নগদ অর্থ বিতরণের লক্ষে মেহেরপুর জেলায় ৯৪১ মেট্রিক টন চাল, ২৭লাখ ৭৫ হাজার নগদ অর্থ এবং শিশু খাদ্যের জন্য নগদ ৫লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

এর মধ্যে গতকাল ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত ৩০ হাজর ৩৯৭ পরিবারের মধ্যে ৪১৬ মেট্রিক টন চাল, ১২ হাজার ৮শ পরিবারের মাঝে ১৪ লাখ ৭৫ হাজার ৫শ টাকা বিতরণ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত শিশু খাদ্যের অনুকুলে কোন টাকা বিতরণ করা হয়নি।

এদিকে সরকারি খাদ্য সহায়তা হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ, স্থানীয় সংসদ সদস্যর খাদ্য সহায়তা, জেলা পরিষদের খাদ্য সহায়তা, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করায় অনেক পরিবার এ সুবিধা না পেলেও কিছু পরিবার রয়েছে যারা একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে এ সহায়তা পেয়েছেন। ফলে ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে।

কেউ কেউ কৃষি কাজ করে আবার কেউ ছোট খাট ব্যবসা করে। এখানে এখনো পর্যন্ত পৌছাইনি কোন ত্রাণ সুবিধা। সেই সাথে করোনা সচেতনতায় প্রশাসনের এখানে তেমন কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।
শোলমারী গ্রামে প্রায় হাজার পাঁচেক ভোটার। বেশির ভাগই মানুষ কৃষি কাজের সাথে জড়িত। এই কৃষি ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে বিপর্যয়। এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে অনেকেই।

বুড়িপোতা গ্রামের ফয়েজ আলী, আদু মিয়া, আশুরা খাতুন, বুলু খাতুন, তোফাজ্জেল ইসলাম, ফুলজান খাতুন, বাবলুু, জাবলু, খোদেজান, ছোটবুড়ি খাতুন, চমপা খাতুন, হাওয়া খাতুন, সাত্তার আলী, হোসেন আলী জানান, মেহেরপুর লক ডাউন হওয়ার পর থেকেই কর্মহীন । নতুন করে আয় রোজগারের কোন উৎস নেই। অথচ ত্রাণের তালিকাতে তাদের কোন নাম নেই।

সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের ইউপি সদস্য ওয়াসিম জানান, সরকারি ত্রাণ সুবিধা থেকে আমাদের গ্রামের অনেকেই এখনো বঞ্চিত। গ্রামের চায়ের দোকানদার থেকে শুরু করে অনেক কর্মহীন মানুষ এখনো পর্যন্ত পাইনি ত্রাণ সুবিধা। এদের মধ্যে আছে কাউছার আলী, জুল্লু, মশিউর, আশরাফ, আরিফুল ইসলাম হুড়ু, আব্দুর রহমান, সুজন টন্টের ঘাট, পাচ রাস্তার মোড়ের মিজার, উত্তর পাড়ার খোকন, মজিদ, আফসার আলী, হামিদুল ইসলাম ভুবন, ইদু মিয়া, দুখু মিয়া, দুবির, সাইরুল, হাফিজুল, বারাকপুরের খোকন জানান, আমাদের সংসার চলে চায়ের কাপে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে দোকানপাট বন্ধ রাখতে হচ্ছে। এমন অবস্থায় ইনকাম না থাকায় পরিবার নিয়ে বিপাকে পড়েছি। এখনো পর্যন্ত কোন ত্রাণ সুবিধা আমরা পাইনি।

সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের রিক্সা চালক হাশেম আলী, কালু, জামাল শেখ, শুকুর আলী, কলা ব্যবসায়ী মনি, স্বামী হারা টুনা খাতুন, নজরুল ইসলাম, আরতী খাতুন। বামনপাড়ার রিভামদ্দি, কুদরত, দোকান কর্মচারি শাহাবুদ্দিন, কলিমদ্দিন, আবু তাহের, সেলুন দোকানি এরশাদ জানান, আমাদের দিন কাটছে অনাহারে কখনো অর্ধাহারে। আমরা কোন সরকারি বা বেসরকারি কোনভাবেই ত্রাণ সুবিধা পাইনি। এভাবে চলতে থাকলে না খেয়ে থাকতে হবে।

মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার বাসিন্দা সুফিয়ান বলেন, ৪ নং ওয়ার্ডের নতুনপাড়া ও মাঠপাড়াতে ৬শ পরিবার এদের মধ্যে ৫শ পরিবার দারিদ্র সীমার নিচে। এর মধ্যে ত্রাণ পেয়েছে মাত্র ১৫-২০টি পরিবার।

এছাড়াও নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক মেহেরপুর শহরের বেশ কয়েকজন রিক্সা চালক জানান, আমাদের সমিতি ভোটার আইডি নিয়েছে অনেক আগেই। অনেক চালক ইতিমধ্যে ত্রাণ সুবিধা পেয়েছে কিন্তু আমরা পাইনি। বাধ্য হয়ে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হলেও পুলিশের ভয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে।

এদিকে গত ১২ এপ্রিল ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এ “মেহেরপুরে ২৩ হাজার পরিবার পেয়েছে ত্রাণ সামগ্রী” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশের পর সেখানে সাধারণ মানুষের রয়েছে ভিন্ন মতামত। এদের মধ্যে রাফসান সানি নামের একজন লিখেছেন, পেয়েছে কম বেশি কিন্তু স্বজনপ্রীতি হয়েছে। প্রকৃত দরিদ্রদের তালিকা সঠিকভাবে করা উচিত ছিল।

এইচ এম সাহেব নামে আইডি থেকে লিখেছেন, অফিসিয়ালি দেওয়া হয়েছে কিন্তু ন্যাচারালি একটু ভিন্ন ছিলো। ইএস ইমন নামের আইডি থেকে লিখেছে, শুনেন স্যার ২৩ হাজার ত্রাণ আপনার খাতায় থাকতে পারে মানুষের বাড়িতে না। খোজ নিন আপনার ২৩ হাজার ত্রাণ কোথাই গেলো মানুষের ঘরে না চোরের ঘরে।

রুহুল আমিন রুহুল লিখেছেন, চাউল বিতরণের নামে দলবাজি চলছে। সৌদি প্রবাসী আইডি থেকে লিখেছেন কোথায় কোথায় গেলো বুঝলাম না। চাঁদবিল গ্রামের হাবিবুল্লাহ লিখেছেন, আমাদের আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবিল গ্রামে এসে দেখে জান কতজন ত্রাণ পেয়েছে, আমার জানামতে যে কয়জন পেয়েছে তারা পাওয়ার উপযোগী নই। নেতারা তাদের লোকজন নিয়ে ব্যস্ত। গ্রামের গরিব অসহায় লোকজন পেলো কিনা সেটা তাদের দেখার বিষয় নয়।

রফিকুল ইসলাম পথিক লিখেছেন, আওয়ামীলীগ দেখে তালিকা হয়েছে, ভিন্ন মতের মানুষ পাইনি বললেই চলে।

আরিফুর রহমান লিখেছেন, ২৩ হাজার আইডি কার্ড নিয়ে সরকারি ত্রাণ বৈধ করা হয়েছে। আরে ভাই কাগজ কলম ঠিক তো সব ঠিক।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, যে পরিমান বরাদ্ধ এসেছে তাতে আমরা সকল নিম্ম আয়ের মানুষকে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন বেশ কিছুদিন ধরে মেহেরপুর সদরসহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খাদ্য সামগ্রী বিরতণ করা হচ্ছে।

আজকেও যারা টাইলস মিস্ত্রি আছেন তাদের ১৫ কেজি করে চাল বিতরণ করা হচ্ছে। গ্রামের অনেকেরই অভিযোগ প্রকৃত মানুষের কাছে ত্রাণ যাচ্ছে না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের

তালিকাতে এমন হতে পারে। এছাড়াও যারা পাইনি তারা পর্যায়ক্রমে পাবে।

হবিগঞ্জে বিপুল পরিমাণ টিসিবির তেল ও চিনির বস্তা উদ্ধার

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার ইনাতগঞ্জ এলাকায় নোমান হোসেন নামে এক ব্যবসায়ীর দোকান ও পাশ্ববর্তী জগন্নাথপুর উপজেলার আলীগঞ্জ বাজারে গুদামের ভিতরে অবৈধভাবে মজুদ করে রাখা টিসিবির ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের বিপুল পরিমাণ সোয়াবিন তেল ও চিনির বস্তা উদ্ধার করেছে নবীগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা প্রশাসন। এ সময় ব্যবসায়ী নোমান হোসেনের ভাই আমান, কর্মচারী লিংকন, সিরাজ, কালামও আবুল কালামকে আটক করা হয়।

বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে নবীগঞ্জের ইনাতগঞ্জ এলাকায় নবীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিশ্বজিত কুমার পাল ও জগন্নাথপুরের আলীগঞ্জ বাজারে জগন্নাথপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়াসির আরাফাত অভিযান পরিচালনা করেন।

প্রশাসন জানায়, রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার ইনাতগঞ্জ বাজারে নোমান হোসেন নামে এক ব্যবসায়ীর দোকানে অভিযান চালায় প্রশাসন। পরে ব্যবসায়ী নোমান হোসেনের ব্যবসায়ীক গোদাম পাশ্ববর্তী সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার আলীগঞ্জ বাজারে অভিযান পরিচালনা করা হয়।
এসময় গোদামের ভিতরে অভিনব কায়দায় লুকিয়ে রাখা টিসিবির ৫ লিটার তেলের ১৯৬টি বোতল ও টিসিবির ৫০ কেজির ৭৩টি চিনির বস্তা উদ্ধার করা হয়। অভিযান চলাকালে ব্যবসায়ী নোমান মিয়া পালিয়ে যায়। তবে তার সহযোগী ৫ জনকে আটক করে পুলিশ। অভিযানের পর অসাধু ব্যবসায়ী নোমানকে গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে স্থানীয় জনসাধারণ।

নবীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিশ্বজিত কুমার পাল জানান, অবৈধ লাভের জন্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে টিসিবির ডিলারদের কাছ থেকে এসব পণ্য কম দামে ক্রয় করে মজুদ করে রেখেছিল অসাধু ব্যবসায়ী

নোমান। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নবীগঞ্জ এলাকায় এবং তার গোদাম জগন্নাথপুর উপজেলায় হওয়ায় পৃথক দুই উপজেলা প্রশাসন অভিযান পরিচালনা করে।
সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

কুর্মিটোলা হাসপাতালে চার শতাধিক নার্সের মানবেতর জীবন

# ফাঁকা ওয়ার্ড, কেবিন, ওটি, ডরমেটরি ও মেঝেতে রাত্রিযাপন
# বাজেট নেই অজুহাতে রোগীদের খাবার দেয়া হচ্ছে নার্সদের
# বাসা থেকে জিনিসপত্র আনার পরও আবাসিক হোটেলে ঠাঁই হয়নি
# নিম্নমানের পিপিই মাস্কে সংক্রমণ ঝুঁকিতে নার্সরা

রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত চার শতাধিক নার্স মানবেতর জীবনযাপন করছেন। আবাসিক হোটেলে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও, নানা অজুহাতে তাদের এখনও সেখানে ঠাঁই হয়নি।

দিনরাত রোগীদের সেবা দিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তাদের রাত্রিযাপন করতে হচ্ছে হাসপাতালের ফাঁকা ওয়ার্ড, কেবিন, পোশাক বদলানোর কক্ষ ও ডরমেটরিতে। অনেকের রাতে ঘুম না হলেও ভোরে উঠে ডিউটিতে যেতে হচ্ছে।

তাদের জন্য উন্নতমানের খাবার সরবরাহের প্রতিশ্রুতি থাকলেও আলাদা কোনো বাজেট নেই, এমন অজুহাতে রোগীদের জন্য বরাদ্দ বাজেট থেকে রান্না করা খাবারই নার্সদের তিন বেলা খেতে দেয়া হচ্ছে। তাদের জন্য সরবরাহকৃত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীও (পিপিই) নিম্নমানের। শুধু তাই নয়, নার্সদের জন্য নেই এন-৯৫ মাস্ক। সাধারণ যে মাস্ক দেয়া হচ্ছে তাও নিম্নমানের।

কুর্মিটোলা হাসপাতালের একাধিক নার্স শুক্রবার জাগো নিউজকে জানান, কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে আমরা বাসা থেকে কাপড়-চোপড়সহ নিত্য

তারা আরও বলেন, চিকিৎসকদের জন্য থাকা ও খাওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়ে ব্যবস্থা করলেও, নার্সদের ক্ষেত্রে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার একজন কর্মকর্তার কাছে জানতে চোইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি জানান, খুব দ্রুতই আবাসিক ও থাকা খাওয়ার সমস্যা সমাধান হবে। এর চেয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। জাগো নিউজ ২৪

করোনায় আরও ১৫ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ২৬৬

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৫ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে মহামারি করোনাভাইরাস। ফলে ভাইরাসটিতে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭৫ জনের। করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও ২৬৬ জন। ফলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল এক হাজার ৮৩৮ জনে।

শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা। এতে নিজের বাসা থেকে সংযুক্ত হন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ও আইইডিসিআরের পরিচালক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, করোনা শনাক্তে গত ২৪ ঘণ্টায় দুই হাজার ১৯০টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এতে আরও ২৬৬ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। ফলে দেশে মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে এক হাজার ৮৩৮ জন। আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মারা গেছেন আরও ১৫ জন। এতে মৃতের সংখ্যা হয়েছে ৭৫। আক্রান্তদের মধ্যে আরও নয়জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন, ফলে মোট সুস্থ হয়েছেন ৫৮ জন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রতিটি হাসপাতালে অক্সিজেনের ব্যবস্থা রয়েছে। যা করোনাভাইরাসের রোগীর জন্য বেশি প্রয়োজন।

এখন গোটা বিশ্বে তাণ্ডব চালাচ্ছে। চীন পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দিয়ে উঠলেও এখন ভুগছে ইউরোপ-আমেরিকা-এশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল। এ ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা ২১ লাখ ৮৫ হাজার প্রায়। মৃতের সংখ্যা এক লাখ ৪৬ হাজারেরও বেশি। তবে সাড়ে পাঁচ লাখ রোগী ইতোমধ্যে সুস্থ হয়েছেন।

গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর প্রথম দিকে কয়েকজন করে নতুন আক্রান্ত রোগীর খবর মিললেও এখন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এ সংখ্যা। সবশেষ হিসাবে দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার ৮৩৮। মারা গেছেন ৭৫ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫৮ জন।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সাধারণ ছুটি ঘোষণার পাশাপাশি নানা সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে; যার মূলে রয়েছে মানুষে মানুষে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। মানুষকে ঘরে রাখতে রাজপথের পাশাপাশি পাড়া-মহল্লায় টহল দিচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী, র্যাব ও পুলিশ। জাগো নিউজ24

স্বল্প পরিসরে মুজিবনগর দিবস পালিত

জনসমাগম না করে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে স্বল্প পরিসরে পালিত হয়েছে ১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস।

শুক্রবার সকালের প্রথম প্রহরে ৫:৪০ মিনিটে ৩১ বার তপদ্ধনীর মধ্যে দিয়ে দিবসের সূচনা করা হয়।

পরে মুজিবনগর শেখ হাসিনা মঞ্চের সামনে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি। এসময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলী।

এবং সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মুজিবনগর সৃতিসৌধে প্রশাসনের পক্ষে পুষ্পমাল্য, অর্পন করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি, জেলা পুলিশের

পক্ষে পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলী।
এছাড়া জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের এমপি ফরহাদ হোসেনের পক্ষে ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলি।

এ ছাড়াও পুষ্পস্তবক অর্পন করেন, মেহেরপুর -২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মেহেরপুর-মুজিবনগর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও রাজনৈতিক-সরকারি নেতৃবৃন্দরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার(সার্কেল) মুস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম।

মেপ্র/আরপি

ইউনিয়ন থেকে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ কমিটি করা হচ্ছে : হানিফ

আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, ইউনিয়ন থেকে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ কমিটি করা হচ্ছে। এই কমিটি কর্মহীন মানুষ যাদের ত্রাণ সহায়তা দরকার তাদের তালিকা করে তাদেরকে ত্রাণ সহায়তা দেয়া শুরু হয়েছে। সারাদেশব্যাপী সমাজের সকল কর্মহীন মানুষের মাঝে এটা অব্যাহত থাকবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টায় কুষ্টিয়া আড়াইশ’ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে করোনা ভাইরাস শনাক্ত করার পলিমার্স

চেইন রিএকশান (পিসিআর) ল্যাব উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

পিসিআর ল্যাব উদ্বোধনের ফলে নতুন করে কুষ্টিয়ায় করোনা ভাইরাস শনাক্তের পরীক্ষা (টেষ্ট) শুরু হলো।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ তাপস কুমার সরকার জানান, কুষ্টিয়াসহ আশপাশের কয়েক জেলার রোগীরা এখানে এসে নমুনা সংগ্রহ ও করোনা শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা নিবে। তবে ফলাফল ঘোষনা হবে আইইডিসিআর থেকে।

পিসিআর ল্যাব উদ্বোধনের সময় কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন, পুলিশ সুপার এসএম তানভির আরাফাত ও সিভিল সার্জন ডাঃ এ এইচ আনোয়ারুল ইসলামসহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে ১০০ আইসোলেশন বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তবে কোন আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর নেই এখানে। এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়নি।

মিরপুরে ভর্তুকিতে কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন বিতরণ

কিছুদিনের মধ্যেই বোরো ধান কাটা শুরু হবে কুষ্টিয়ার মিরপুরে। কিন্তু চলমান করোনা পরিস্থতিতে দেখা দিতে পারে শ্রমিক সংকট। ফলে ক্ষেতের ধান ঘরে তোলা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষক।

এ অবস্থায় কৃষকরা ক্ষেতের ধান কেটে যেন ঘরে তুলতে পারেন, সেজন্য উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের মাঝে কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন (আধুনিক ধান কাটার যন্ত্র) বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

(ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস উপজেলা কৃষি অফিসের সামনে স্থানীয় এক কৃষকের হাতে জাপানের তৈরি একটি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনের চাবি তুলে দেন।

ভর্তুকি মূল্যে মেশিন পাওয়া ওই কৃষক হলেন-উপজেলার চুনিয়াপাড়া গ্রামের মোঃ এখতিয়ার হোসেন।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত দিক নির্দেশনা পালন করে যাচ্ছে কৃষি বিভাগ। কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনটির মূল্য ১৮লাখ টাকা। সরকারের পরিচালন বাজেটে কৃষি যন্ত্রপাতি সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মেশিনটি ৫০ শতাংশ ভর্তুকিতে কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ মেশিন দিয়ে ধান কাটা, ঝাড়া, মাড়াই ও বস্তায় ভরা যাবে।

মেশিন বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসার মোঃ শামসুল হুদা, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মাহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

মুজিবনগর দিবসের প্রস্তুতি পরিদর্শনে ডিসি-এসপি

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর পালন উপলক্ষে মুজিবনগর আম্রকাননে সকল প্রস্তুতি পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও পুলিশ সুপার মুরাদ আলী।

বৃহস্প্রতিবার বিকালে তারা মুজিবনগর সৃতিসৌধের সকল প্রস্তুতির যায়গা ঘুরে দেখেন।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার(সার্কেল) মুস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।

উল্যেখ্য,করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ঐতিহাসিক মুজিবনগর

দিবসের কর্মসূচি এবার সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনি, স্মৃতিসোধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও তিন উপজেলায় তিনটি তোরণ নির্মাণ।

করোনায় পুরো দেশ ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা

করোনাভাইরাস বিস্তার রোধে পুরো দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

দেশে করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১০ জনের মৃত্যুর পরই এ ঘোষণা এল। এ ছাড়া একই দিন রেকর্ড সংখ্যক ৩৪১ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করেনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রশমনে জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে। অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত ঘরের বাইরে বের হওয়া যাবে না। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এ ছাড়া সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারবে না।

এসব নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। যুগান্তর